দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মেডিক্যাল টেকনোলজিতে মাঠ প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ

॥ আবুল খায়ের ॥

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মেডিক্যাল টেকনোলজিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছে। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত না হওয়ায় তাদেরকে স্বাস্থ্য সার্ভিসে যোগদান করতে দেয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়।

শুধু এখানেই শেষ নয়, এ সকল হেলথ টেকনোলজি কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ প্রশিক্ষণ করতে দেয়া যাবে না বলে স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মতে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যেকোন প্রশিক্ষণ এই মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতি কিংবা অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে দেয়া হলে সেটা অবৈধ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ কোন প্রতিষ্ঠান সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে না। রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কে যে-কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ জানান।

> যত্রতত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মরণ ফাঁদ পেতেছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

তাদের মতে, যত্রতত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মরণ ফাঁদ পেতেছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। রোগ নির্ণয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হেলথ টেকনোলজিস্টদের উপর নির্ভরশীল। সে ক্ষেত্রে যাদের মেডিক্যাল শিক্ষা-চিকিৎসার সঙ্গে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই, সেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কোর্স চালু করার মত দুঃসাহসিক ভূমিকা যেন রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে

(১৬ পৃঃ পর)

কারিগরি বোর্ডের

মেডিক্যাল শিক্ষা-চিকিৎসা সংক্রান্ত যে-কোন কোর্স স্বাস্থ্য সার্ভিসের অধীনে অর্থাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে এটা শুধু এদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী নিয়ম বলে উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই ধরনের অবৈধ প্রশিক্ষণ রোধকল্পে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের নীতিমালা সংশোধন করে প্যারা-মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত। এই বোর্ড জাতীয় সংসদের অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রেরণ করা হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান।

জানা যায়, জোট সরকারের আমলে এই চক্র কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কোর্স (মেডিক্যাল টেকনোলজি ও নার্সিং কোর্স) চালু করার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ঐ সময় এই শিক্ষা বোর্ড থেকে ৭৭টি প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই কোর্স চালু করে দেয়। বাহারি বিজ্ঞাপন দিয়ে বেকার তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় তারা। কোর্স সমাপ্তি শেষে চাকরি নিশ্চিত বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে। এই কারণে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমায়। ২০০৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) কর্তৃক এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত নয় এমন কোন প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল টেকনোলজি কিংবা নার্সিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সম্পূর্ণ অবৈধ। এই প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঐ সময় পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৩৪টি প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল টেকনোলজি ও নার্সিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে আসছিল। স্বাস্থ্য অধিদফতরের উক্ত প্রজ্ঞাপনে এই ৩৪টি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের এই নির্দেশনা উপেক্ষা করে আরও ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে মেডিক্যাল টেকনোলজি ও নার্সিং কোর্স চালু করার অনুমোদন দেয়া হয়। শুরু হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি।

২০০৭ সালে ১৮ নভেম্বরে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, মেডিক্যাল টেকনোলজির বিষয়ভুক্ত যে কোন চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থাকা বাঞ্ছনীয়। পরে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উৎকোচ বাণিজ্যের দাপটে এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হয়। আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের নীতিমালার কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তা সংশোধন করা প্রয়োজন। এই অজুহাতে এই নীতিমালা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত যে যে অবস্থা আছে এবং সেই অবস্থায় কোর্সসমূহ পরিচালিত হবে। এই সিদ্ধান্তের পর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত ৭৭টি মেডিক্যাল টেকনোলজি ও নার্সিং কোর্স ব্যাপক হারে ভর্তি বাণিজ্য শুরু করে দেয়।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, দ্বিতীয় দফা আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পর থেকে এই বোর্ডের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছে। তবে নতুন করে কোর্স করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে আর অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। প্যারামেডিক্যাল বোর্ড হওয়ার পর যে নীতিমালা চালু হবে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী বোর্ডের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হবে বলে চেয়ারম্যান জানান।

সর্বশেষ গত ২৮ জানুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক অধিভুক্ত নয়। তাই নীতিগতভাবে উক্ত বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠ প্রশিক্ষক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল অথবা চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা যাবে না। এই নির্দেশনা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পরিচালক জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বাইরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল টেকনোলজি ও নার্সিং প্রশিক্ষণ চিরতরে বন্ধ হওয়ার নীতিমালা দ্রুত হচ্ছে।